ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১২১৯

আমবাসা, ১৩ সেপ্টেম্বর,২০২৪

ধলাই জেলায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে পূর্ত দপ্তরের সচিব
ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

সাম্প্রতিক বন্যার পর ধলাই জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন সড়ক ও সেচ প্রকল্প মেরামত করা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ধলাই জেলার জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে আজ এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন পূর্ত এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। বৈঠকে ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং আধিকারিকগণ আমবাসা-কমলপুর সড়ক পরিদর্শন করেন।

পর্যালোচনা বৈঠকের পর পূর্ত ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে সংবাদমাধ্যমকে জানান, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রতিটি দপ্তরের সচিব এবং অধিকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তারা যেন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেন। তিনি জানান, সভায় ধলাই জেলায় বিভিন্ন রাস্তা, সেচ প্রকল্প সারাই করা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, বন্যায় কিছু রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই সড়কগুলি দ্রুত যাতায়াতের উপযুক্ত করে তোলা হবে। পিএমজিএসওয়াই প্রকল্পে বিভিন্ন রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল। বন্যার কারণে এই রাস্তাগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই রাস্তাগুলি সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমবাসা-কমলপুর সড়ক সংস্কার করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সড়ক সংস্কারের কাজ করা হলে যাতায়াতের সমস্যা দেখা দেয়, তাই দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের কাজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সড়কের আঠারমুড়া এলাকায় কিছু জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা দ্রুত সংস্কারের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে জানান, বন্যার ফলে অনেক জায়গায় জমিতে রোপন করা ধানের চারা নষ্ট হয়ে গেছে। কৃষকগণ যেন আর ক্ষতির সম্মুখীন না হন সেজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বন্যার ফলে যে সব জায়গায় নদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেছে সেগুলি দ্রুত সারাই করা হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে জানান, বন্যার পর জলবাহিত রোগ এবং চর্মরোগ ছড়িয়ে পরার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য এখনো যেসব ত্রাণ শিবির রয়েছে এবং বন্যা কবলিত বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য শিবির করা হচ্ছে এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হচ্ছে।

******